সংবাদ

তারিখ 24 JUL 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

গোলাপ : শিক্ষা কর্মকর্তাকে প্রহার

ছাত্রলীগ সভাপতিসহ ৩৩ জনের নামে মামলা

• যুবলীগ নেতা শাওনসহ গ্রেফতার ২

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালিয়ে আহত করা এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে পিটিয়ে আহত করার ঘটনায় উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রাশেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক পলাশসহ ৩৩ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর নামে এবং শতাধিক অজ্ঞাতনামা দলীয় কর্মীর নামে দুটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত যুবলীগ নেতা শাওনসহ ২ জনকে আটক করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পীরগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউল হাদী ন্যাশনাল সার্ভিসের অধীনে চাকরি পাওয়া শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে দায়িত্ব পালনকালে সোমবার দুপুর ১২টার দিকে পীরগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পলাশের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ক্যাডার রাশেদ, মিন্টু ও সাজুসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকর্মী কারিগরি কলেজে অনুষ্ঠানরত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলাকালে সেখানে গিয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে ডেকে এনে একটি বিদ্যালয়ের ক্লার্ক পদে নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজে

ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

ছাত্রলীগ : সভাপতিসহ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

স্বাক্ষর করতে বলে। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পর কাগজপত্র দেখে স্বাক্ষর করবেন বলে জানান। এতে ছাত্রলীগ নেতা পলাশ ক্ষুব্ধ হয়ে তার দলবল নিয়ে শিক্ষা কর্মকর্তা আলাউল হাদীর উপর আক্রমণ করে তাকে বেদম মারধর করে আহত করে। এ সময় ওই কর্মকর্তা দৌড় দিয়ে একটি কক্ষে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এ সময় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা আবারও ওই কক্ষে গিয়ে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি ও লাথি মারতে থাকে। তার আর্তনাদে দায়িত্ব পালনরত অন্য কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণরত শিক্ষার্থীরা এগিয়ে আসলেও তাদেরও দেখে নেবার হুমকি দেয় ছাত্রলীগ নেতা পলাশ ও তাদের ক্যাডাররা। খবর পেয়ে পুলিশ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ অন্য কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত শিক্ষা কর্মকর্তাকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক থানায় মামলা দায়ের করায় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে রংপুর-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকে। এ সময় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রফিকুল হক ঘটনাস্থলে গিয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানালে তারা উল্টো ইউএনওর ওপর হামলা চালায় এবং মারধর করে। একপর্যায়ে ছোরা দিয়ে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হামলা চালানো হলেও অল্পের জন্য তিনি বেঁচে যান। পরে আহত অবস্থায় পুলিশ তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। ইউএনও জানান, তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যুবলীগ নেতা শাওন তার হাতে থাকা ছোরা দিয়ে তার ওপর আঘাত করেছিল। তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। তার পরেও তাকে বেদম মারধর করে আহত করা হয়। এ ঘটনায় তিনি নিজে বাদী হয়ে ৩৩ জনের নাম উল্লেখ করে থানায় মামলা দায়ের করেছেন বলে জানান। অন্যদিকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাও আলাদাভাবে বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। এ ঘটনার পর পীরগঞ্জ উপজেলা সদরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পীরগঞ্জ থানার ওসি জাহিদ হোসেন জানান, আসামিদের গ্রেফতার করার জন্য অভিযান চলছে।